Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 84
Octo-Dec. 2025
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-02-14
Published : 2026-02-19
DOI: 10.58666/iab.v21i84.342

A Framework for the Rehabilitation of Street Children Using Zakat Funds

Mohammad Hamidur Rahman*

Abstract

Islam is a universal way of life. Islamic Sharia aims to preserve and promote human welfare. Zakat, as the main pillar of the Islamic economic order, is a compulsory obligation (Fard) to be performed to attain the goal of economic equilibrium by reducing poverty in every layer of society. Within this ethical framework, any kind of discrimination or despondency is considered impermissible. Street children represent a heavily marginalized demographic group with no guardian, and they always reside in poverty. Under the three specific categories of Zakat - Faqir (the poor), Miskin (the needy), and Ibnus Sabil (the wayfarer), the street children are legitimate recipients of Zakat. All assets appropriated as Zakat are Zakat funds. Given that street children are often developmentally immature and lack parental supervision, it is inappropriate to give Zakah funds directly to them. Instead, these individuals need structured rehabilitation which is fitted with modern civic amenities. Such rehabilitation should not be undertaken arbitrarily; it should be based on a rigorous and systematic framework of research. Accordingly, this article attempts to suggest an organized rehabilitation for the street children using the zakat funds under the auspices of competent authorities, with the application of the qualitative research method. The implementation of this framework in the management of zakat would not only fulfill a humanitarian obligation but would also contribute to sustainable progress in poverty alleviation.

Keywords : Islam, Zakat, Street Children, Rehabilitation, Framework.

* Assistant Professor, Islamic Studies Department, Cox's Bazar International University and PhD Fellow, National University, Gazipur.Bangladesh. E-mail: raihanazadctg1980@gmail.com.

যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসনের রূপরেখা

সারসংক্ষেপ

ইসলাম সর্বজীনন জীবনাদর্শ। প্রত্যেক মানুষের জীবনমান সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য। যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল উৎস। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে তাদের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধানের লক্ষ্যে যাকাতকে ফরয করা হয়েছে। ইসলামে কোন ধরণের বৈষম্য ও নৈরাশ্যের স্থান নেই। পথশিশুরা অভিভাবকহীন-অভাবগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এরা সমাজের সবচেয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত অপ্রাপ্তবয়স্ক বনিআদম। যাকাতের ৩টি খাত যথা ফকীর, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল'র অনুকূলে পথশিশুরা সরাসরি যাকাতের হকদার। যাকাত হিসেবে নির্ধারত সকল সম্পদই যাকাতের অর্থ। যেহেতু পথশিশুরা অবুঝ ও অভিভাবকহীন সেহেতু তাদের হাতে হাতে যাকাতের অর্থ প্রদান সমীচীন নয় বরং তাদের জন্য প্রয়োজন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পুনর্বাসন। এ পুনবার্সন যেনতেনভাবে করলে হবে না; একটি গবেষণালব্ধ সুন্দর রূপরেখার ভিত্তিতে করতে হবে। সুতরাং অত্র প্রবন্ধে গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষণার মাধ্যমে যাকাতের অর্থে উপযুক্ত দায়িত্বশীলের তত্ত্বাবধানে পথশিশু পুনর্বাসনের রূপরেখা উপস্থাপনের প্রয়াস থাকবে। যাকাত ব্যবস্থাপনায় এ রূপরেখা অনুসরণ করে পথশিশুদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হলে যেমনি একটি মানবিক দায়িত্ব পালিত হবে তেমনি দারিদ্র বিমোচনে টেকসই অগ্রগতি অর্জিত হবে।

মূলশব্দ: ইসলাম, যাকাত, পথশিশু, পুনর্বাসন, রূপরেখা।

ভূমিকা

পথশিশুরা মানবসন্তান; পথে-প্রান্তরে বসতি বলেই তারা পথশিশু হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সমাজ, দেশ ও তাদের পরিবারের কারণে তারা পথশিশু হয়েছে। এটা তাদের অপরাধ নয় বরং তাদেরকে যারা ঘরের বাইরে পথে-ঘাটে ঠেলে দিয়েছে তাদেরই অপরাধ। শিশুরা বাবা-মায়ের চক্ষু শীতলকারী। এদের নির্মল হাসি ও কোমল আচরণ যে কাউকে প্রভাবিত করে। তাদের দরদমাখা চেহেরায় যে কেউ মুগ্ধ হয়। সেই কচিপ্রাণ শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যে কোন সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় এটি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। আমাদের সমাজে দেখা যায়, দেশী-বিদেশী অনেক সংস্থা এসব অসহায় শিশুদের কল্যাণে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু তাদের এ কার্যক্রম অকিঞ্চিৎকর। এর অন্যতম কারণ, তারা পথশিশুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিলেও তা হয় আবেগতাড়িত, অগোছালো,অপরিকল্পিত ও সাময়িক। ফলে অল্প কিছুদিন পরেই তারা ত্যাক্ত-বিরক্ত কিংবা ক্লান্ত হয়ে সটকে পড়ে। এমতাবস্থায় যাকাত ব্যবস্থাপনায় টেকসই সুষ্ঠু রূপরেখা গ্রহণ সাপেক্ষে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হলে অবশ্যই পথশিশুদের আর পথে থাকতে হবে না;তারা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে যোগ্য ও কর্মক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করবে। পথশিশু নামক এ

ভাসমান শিশুরাই হচ্ছে যাকাতের অন্যতম হকদার এবং এ হক ব্যবহার করে তাদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। পথশিশু সংগ্রহকরণ, বাছাইকরণ, আবাসন নির্মাণ ও পরিচালনা, প্রতিপালন, চিকিৎসা সেবা প্রদান, আলাদা শিক্ষায়তন তৈরি সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার গুরুত্ব কুরআন, হাদীস ও সমাজ ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাকাত ব্যবস্থাপনায় সমাজচ্যুত ও অবহেলিত এ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য একটি গবেষণালব্ধ রূপরেখা উপস্থাপনের যৌক্তিকতা নিরূপিত হয়।

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

পথশিশু নাগরিক জীবনের প্রকট সমস্যা। পুনর্বাসন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় আর পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ফান্ড। ইসলামের আর্থিক ইবাদত যাকাত দারিদ্র্য বিমোচন ও দুস্থ-মানবতার কল্যাণেই প্রবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসনের একটি ইসলামী রূপরেখা থাকা চাই। এই গবেষণা প্রকাশিত হলে শহর-উপশহরের ফুটপাতে পড়ে থাকা অসহায় অবুঝ শিশুদের পুনর্বাসনের আর্থিক উৎসের যেমনি নির্দেশনা মিলবে তেমনি উপস্থাপিত রূপরেখার আলোকে শহরে-উপশহরে পুনবার্সন সেন্টার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হবে সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যদিয়ে জাতীয় উন্নয়নের টেকসই সমাধান পাওয়া যাবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

দেশে নিঃসন্দেহে ‘দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা’ কিংবা ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাত কার্যক্রম’ শিরোনামে বহুমুখী গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে ২০০১ সালে ‘বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা’ শিরোনামে পিএইচডি গবেষণা হয়েছে।[1] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের উদ্যোগে ২০০২ সালে “যাকাত পদ্ধতি ও সমাজ উন্নয়নে এর ভূমিকা” শিরোনামে পিএইচডি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়।”[2]

আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারদ্বাভীর ‘ইসলামের যাকাত বিধান’ নামক বিখ্যাত আরবী বইটি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক, মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী, মুহাম্মদ জাবেদসহ আরো বহু ইসলামিক স্কলারের যাকাত

---

1. Dr. Niyamat Ullah & Dr. Ruhul Amin, *Islami o Arabi Bishoiye Academic Gabeshona Rity o Poddhoti* (Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 2016) 291.
2. Ullah & Amin, *Islami o Arabi Bishoiye Academic Gabeshona Rity o Poddhoti*, 297.

বিষয়ক অসংখ্য বই, গবেষণাপত্র ও অনুবাদ রয়েছে। তাদের বই ও গবেষণায় মূলত দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত, যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল, হুকম-আহকাম, গুরুত্ব, হিসাব-নিকাশ, সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যাকাত কীভাবে, কাদেরকে দিতে হবে মর্মে সেসব বইয়ে আলোচিত হলেও তা চিরাচরিত ও অপ্রতুল। কিন্তু দেশের যাকাতদাতা ও গ্রহীতার অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা তদুপরি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ইসলামী ভাবধারার অনুপস্থিতি বিবেচনায় যাকাত ব্যবস্থাপনায় ইবনুস সাবীল তথা পথশিশুদের পুনর্বাসনের গুরুত্ব ও রূপরেখা সংক্রান্ত কোন একক গ্রন্থ কিংবা নিয়মতান্ত্রিক গবেষণাপত্র এযাবতকালে গবেষকের চোখে পড়েনি। অথচ সমাজের ভাসমান ও প্রান্তিকগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ইসলামের শাশ্বত আর্থিক বিধান যাকাত মুখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

দেশে পথশিশুদের মাঝে যাকাত কিংবা সাদকা বিতরণ প্রক্রিয়াও কদাচিৎ চোখে পড়ে। পথশিশুদের নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু কাজ চলছে। তবে এসব কাজ যাকাতের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে না, সরকারি ও বৈদেশিক অনুদানের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বেসরকারি সংস্থাসেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন (IBF), আকিজ ফাউন্ডেশন, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম এইড বাংলাদেশ, মুসলিম চ্যারিটি ইউকে, বায়তুয যাকাত- কুয়েত, মুসলিমস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড MATWসহ কতিপয় যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান যাকাতের অর্থে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মেধাবৃত্তি ও সাদকায়ে জারিয়ামূলক নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও পথশিশুদের নিয়ে গবেষণালব্ধ সুনির্দিষ্ট ও রূপরেখা ভিত্তিক কোন কর্মসূচি পরিচালনা করছে না। ফলে যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশুদের পুনর্বাসনের মধ্যদিয়ে যে সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বিদ্যমান, তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

‘পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব’ শিরোনামে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার জানুয়ারি-২০২৪ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[3] আন্তর্জাতিক জার্নাল International Journal of Development Research- IJDR এর July-2022 সংখ্যায় কাজী ফরহাদএর “Role of Zakat to Alleviate Poverty and Self Sustainability : A Case Study of Bangladesh” শিরোনামে যাকাত নিয়ে তথ্যবহুল গবেষণাপত্রপ্রকাশিত হয়।[8] Institutional Zakat Management in Bangladesh : Collection and Distribution Practices শিরোনামে মুহাম্মদ

---

3. Md. Abdur Rawf, ‘Pathsishoder Proti Samajik Dayetto’, Mashik At-Tahrik, January, 2024, https://at-tahreek.com/article_details/11836
4. Kazi Farhad, ‘Role of Zakat to Alleviate Poverty and Self Sustainability : A Case Study of Bangladesh’, *International Journal of Development Research-IJDR*, July, 2022, https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/24817.pdf

মুহিবুর রহমান একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন, যা সেপ্টেম্বর-২০২৪-এ AZKA International Journal of Zakat-এ প্রকাশিত হয়।[৫]

একদল আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষক ‘Life Style and Risk Behavior of Street Children in Bangladesh: A Health Perspective’ শিরোনামে গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। তাদের গবেষণাটি ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক ‘Health’ জার্নালে প্রকাশিত হয়। এতে তাদের প্রবন্ধের সূচনায় পথশিশু সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।[৬]

এসব প্রবন্ধে পথশিশুর প্রতি সামাজিক দায়বোধ, যাকাত ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, ও প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থাপনার চিত্র নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হলেও এর কোনটাতেই যাকাত ব্যবস্থাপনায় অতি দরিদ্র মানবসম্পদ পথশিশুর পুনর্বাসন রূপরেখা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। তাই গবেষক যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশুর পুনর্বাসন রূপরেখার মতো উন্নয়ন বান্ধব আধুনিক অধিক্ষেত্রে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

কার্যকরি সংজ্ঞায়ন

যাকাত : অর্থ হল বিনিময়যোগ্য মূল্যবান মাধ্যম, যদ্বারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা সেবা গ্রহণ বা ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা সম্ভব হয় আর যাকাতের অর্থ বলতে সে সব সম্পদকে বুঝায় যে সব সম্পদে ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক যাকাত প্রদান করা ফরয। যে সব সম্পদের উপর যাকাত প্রদেয় সে সম্পর্কে প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক তার *যাকাতের আহকাম* বইয়ে বলেন, “যে সকল সম্পদের উপর যাকাত প্রদেয় তার একটি ফিরিস্তি নীচে প্রদান করা হলো: ১। গবাদি পশু ২। স্বর্ণ ও রৌপ্য ৩। ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত অর্থ ৪। ক্ষেতের ফসল ও ফলমূল জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য ৫। মধু ও কীট-পতঙ্গ দ্বারা উৎপাদিত বস্তু ৬। খনিজ ও মৎস্য সম্পদ ৭। ভাড়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়ি ও দালান এবং প্রতিষ্ঠিত কলকারখানা ৮। চাকুরি থেকে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা ও পেশাজীবীদের প্রাপ্ত সম্মানি ৯। বিবিধ আয়।”[৭] সময়ের বিবর্তনে বর্তমানকালের কাগজের মুদ্রা রৌপ্যের পরিবর্তিত সংস্করণ হিসেবে পরিগণিত হয়। অতএব উপরোল্লিখিত সব সম্পদ থেকে যাকাত হিসেবে প্রাপ্ত সকল মূল্যবান বস্তুই যাকাতের অর্থ ।

---

৫. Md Muhibur Rahaman, ‘Institutional Zakat Management in Bangladesh : Collection and Distribution Practices’, *AZKA Internatinal Journal of Zakat & Social Finanace AZJAF*, Septeber 4, 2024, https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/192

৬. September 2, 2023, Scirp, www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75283

৭. Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, *Jakater Ahkam,* (Chittagong, Centre for Research & Policy Studies,2024) 26

পথশিশু : পথশিশু একটি আধুনিক পরিভাষা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ পরিভাষার ব্যবহার ছিল না। ফলে পূর্বসূরী আলিমগণের ফতোয়া কিংবা রচনায় এ পরিভাষা লক্ষণীয় নয়। খোলাফায়ে রাশেদা এবং এর পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের আমলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এতই শক্তিশালী হয়েছিল যে তখন কোন শিশুকে পথে-প্রান্তরে ভাসমান বনি আদম হিসেবে পড়ে থাকতে হয়নি। ইসলামী শরী‘আতে ফকীর, মিসকীন, মুসাফির, ইয়াতীম, দাসমুক্তি, লাকীত প্রভৃতি পরিভাষা যেভাবে আল কুরআন, আস-সুন্নাহ কিংবা ফিক্হ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ও আলোচিত হয়েছে সেভাবে পথশিশু (طفل الشارع) পরিভাষাখানি সংজ্ঞায়িত ও বিবৃত হয়নি। কারণ, এটি তখনকার যুগের সমসাময়িক বিষয় ছিল না। তবে ইসলাম যেহেতু সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধানমূলক জীবনবিধান। সেহেতু পথশিশুর মাসআলার ক্ষেত্রেও ইসলামী দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিষয়ের চরিত্র, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট ও পরিমণ্ডল পর্যালোচনায় পথশিশু (طفل الشارع) আল কুরআনের পরিভাষা ابن السبيل এর আওতাভুক্ত।

طفل الشارع এর বহুবচন أطفال الشوارع যার সমার্থক শব্দ হলো أبناء السبيل আল কুরআনে যার একবচন ابن السبيل শব্দটি যাকাতের খাতসহ বহু জায়গায় দাতব্যকর্মের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পথশিশুদের বুঝাতে أبناء السبيل শব্দের ব্যবহার আধুনিক আরবী ভাষায় দেখা যায় ঃ

> أطفال الشوارع هم أبناء السبيل والأيتام والفقراء والمساكين الذين بغير معنوي أو مادي مأوى
>
> পথশিশু হচ্ছে রাস্তায় বসবাসকারী এমন কতিপয় মানব সন্তান যাদের কোন নৈতিক কিংবা বস্তুগত আশ্রয় নেই তারা ফকীর-মিসকীন ও ইয়াতীম পর্যায়ভুক্ত।[৮]

ইবনুস সাবীল হওয়ার জন্য বয়সের তফাত নেই; যে কোন বয়সের পথিক/মুসাফির হতে পারেন তবে পথশিশু (طفل الشارع) হওয়ার জন্যে অনুর্দ্ধ ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ও ঠাঁই-ঠিকানাহীন (Address less) বিবেচনায় এরা ইবনুস সাবীলের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নস্তরের–কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানব সন্তান।

যুগ-চাহিদার প্রেক্ষাপটে উত্তরসূরি আলিমগণ পথশিশু সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পথশিশুর পরিচয় উক্ত শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। স্থান-অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যে সামান্য তফাত হলেও পৃথিবীর সব শহরের পথশিশুর চরিত্র এক ও অভিন্ন, যা উপরের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

বিশিষ্ট কলামিস্ট এডভোকেট মো: সাইফুদ্দীন খালেদ বলেন, “সুবিধাবঞ্চিত এসব পথশিশুর অনেকেই এসেছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে, না হয় জন্ম হয়েছে শহরের

---

8. https://sci.srp-center-services.com/archives/855,_Access Date: 31 August 2023 2

কোন এক জায়গায়। কাজের অভাবে খেয়ে-না খেয়ে তাদের রাত কাটে রাস্তার ধারে কিংবা সরকারি স্থাপনার খোলা বারান্দা বা রেল লাইনের পাশে। অভিভাবকহীন এসব শিশুর পথ চলা নিজেদের খেয়াল খুশীর মত।"[৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা' নামক গবেষণা জার্নালের একটি প্রবন্ধে পথশিশু তথা ভাসমান শিশুর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে, "জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার ২০১১ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮ বছরের নিচে যেসব শিশু রাস্তায় দিনাতিপাত করে, রাস্তায় কাজ করে, রাস্তায় ঘুমায়, যাদের নির্দিষ্ট কোন আবাসস্থল নেই। প্রতিদিনের জীবনযাপন রাস্তাকে কেন্দ্র করে, তারাই ভাসমান শিশু।"[১০]

পুনর্বাসন : পুনর্বাসন অর্থ নতুন স্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকরণ। সুতরাং পথশিশুর পুনর্বাসনের অর্থ দাঁড়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পথশিশুদের সংগ্রহপূর্বক প্রকৃত জীবন যাপনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করা। যাকাতের অর্থে পথশিশুদেরকে অন্য দশটি শিশুর মতো বেড়ে উঠার সুযোগ দেয়া যায়। তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য সুন্দর আবাসন, অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সম্ভব। পথশিশুরা যে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে তার থেকে তাদেরকে উদ্ধারপূর্বক হৃত পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণের মধ্য দিয়ে বসবাসের সুন্দর পরিবেশ সুনিশ্চিত করে দেয়াই পথশিশু পুনর্বাসনের প্রকৃত দাবি। যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ; এটি নগর ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনে একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক উদ্যোগ। ইসলামের শাশ্বত আদর্শের আলোকে পথশিশুদের পুনর্বাসনে সঠিক দিক-নির্দেশনার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে পথশিশু নামে দুর্গত শিশুদের এ সমীকরণ আর থাকবে না। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে যাকাত একটি উত্তম অর্থনৈতিক উৎস।

পথশিশুদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয়ের বিধান

পথশিশুরা ফকীর তো বটে মিসকীন হিসেবেও অগ্রগণ্য। এগুলো যাকাত প্রদানের ১ম ও ২য় খাত। অভাব-অনটনের বিচারে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত ফকীর-মিসকীনদের চরিত্রের সাথে পথশিশুদের চরিত্রের পুরোপুরি মিল বিদ্যমান। পথশিশুরা 'ইবনসু সাবীল' খাতভুক্ত ছাড়াও ফকীর-মিসকীন হিসেবেও যাকাতের উপযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মহীউদ্দীন কাসেমী তাদের লিখিত *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাত* বইয়ে যাকাত বিষয়ক ইসলামিক স্কলার আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ ও হুসাইন আহমদ শিহাতার '*ফিকহ ওয়া মুহাসাবাতুয যাকাত লিল আফরাদ ওয়াশ শরিকাত*'গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

9. Md. Saifuddin Khaled,"Odhikarboncit Pathshishu o Amder Dai" *Dainik Purbakone,* December 8, 2019
10. Khandaker Hafizur Rahman & AKM Jamal Uddin, "Dhaka Shahorer Cinnomul Shishuder Arth-Samajik Obosth : Akti samajtatattik Samikka", *Samajbiggan Potrika, Dhaka University,* 12/1, (2021)150.

"যারা আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার রাখেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা শরী'আত নির্ধারিত ফকীর ও মিসকীন খাতের পর্যায়ভুক্ত। তারা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নিজের আইনি অধিকার আদায় বা ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ হয় বিধায় তারা সহায়তার মুখাপেক্ষী ও এর হকদার। কুয়েতস্থ বায়তুয যাকাতের ম্যানুয়াল অনুযায়ী এতিম, পথশিশু, বিধবা, বিপত্নীক, অতিশয় বৃদ্ধ, চলাচলে অক্ষম, রোগী, প্রতিবন্ধী, স্বল্প আয়ের পরিবার,শিক্ষার্থী, বেকার, কারারুদ্ধ ব্যক্তির পরিবার, নিখোঁজ ব্যক্তি ও বন্দীর পরিবার সকলেই ফকীর, মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত।"[১১]

ঋণগ্রস্তরা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত। আল্লামা ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার *তাফসীরে ইবনে কাসীরে* গা-রেমীন তথা ঋণগ্রস্তের ব্যাখ্যায় বলেন,

> এটা কয়েক প্রকার। যেমন একটি লোক কারো বোঝা নিজে ঘাড়ে নিয়ে নিলো বা কারো কর্জের সে যামিন হয়ে গেল। অতঃপর সে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে গেল অথবা নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো কিংবা কেউ নাফরমানিমূলক কাজ করার শাস্তিস্বরূপ তার উপর ঋণের বোঝা চেপে বসলো। অতঃপর সে তাওবাহ্ করলো। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে যাতে সে এর দ্বারা তার এ ঋণ আদায় করতে পারে।[১২]

পথশিশুরা শিশু-কিশোর। এদের কাজ-কারবার নেই। এরা নিজেরা ঋণগ্রস্ত হোক বা নাই হোক এদের মধ্যে যাদের মাতা-পিতা জীবিত রয়েছে তাদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত, দায়-দেনায় বিপর্যস্ত আর তা গবেষকের সরেজমিন পর্যবেক্ষণে ওঠে এসেছে। তাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্রঋণের বেড়াজালে কিস্তির টাকা পরিশোধে পাগলপ্রায়; অবসাদ ও মনস্তাপে নির্বিকার–জীবনযুদ্ধে পরাজিত তদুপরি তাদের অভাব-অনটন এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা কিংবা জীবিকা নির্বাহের সম্পদ লাভে তারা কুলিয়ে ওঠতে পারে না। যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় হলো, স্বাবলম্বী-সচ্ছল-দায়দেনামুক্ত কোন পিতামাতা-ই সন্তানের দেখভাল না করে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দেয় না। সুতরাং পথশিশু কিংবা তাদের পিতামাতাগণ ঋণগ্রস্ত হিসেবে যাকাত গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।

যাকাতের সুনির্ধারিত ৮টি খাতের কয়টিতে তাদের হিস্সা রয়েছে সেটি প্রতিভাত করা প্রয়োজন। পথশিশুর মতো বর্তমান সামাজিক সংকট নিরসনে যাকাতের অর্থ ব্যবহারে ইসলামী শরী'আতের নির্দেশনা সম্পর্কে আধুনিক যুগের কতিপয় ইসলামিক স্কলারের মতামত তুলে ধরা হলো ঃ

১. যাকাতের খাত ইবনুস সাবীল-একটি ব্যাপক অর্থবোধক প্রত্যয়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম রহ. এ শব্দের বাংলা অনুবাদ করেছেন 'পথ-

11. Dr. Mohammad Ruhul Amin Rabbani & Mufti Muhiuddin Kasemi, *Adhunik Prekkhapote Jakater Bidhan* (Dhaka, Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 2018) 122-123. Imam Ibn
12. Imam Ibn Kasir, *Tafsie-e Ibn Kasir,* Tranalation: Dr. Mujibur Rahman,(Dhaka: Tafsir Publication Committee, 2004), 732

পুত্র' যা পথশিশুরই নামান্তর বরং বেকায়দা পরিস্থিতি বিবেচনায় এরা আরো কয়েকধাপ নিম্নস্তরের মানবসন্তান। পথ-পুত্রের পরিচয়ে তিনি তদীয় *যাকাত* বইয়ে লিখেছেন, "এরা হচ্ছে সেই লোক যে তার নিজের ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যেসব ফকীহগণ ইবনুস সাবীলের এই সংজ্ঞা দেন তাদের মতে সে পথিককে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা এ হচ্ছে বৈধ বৈষয়িক প্রয়োজনের কাজে সাহায্য দান। সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সাহায্য।"[১৩]

২. সেই সব লোকও 'ইবনুস-সাবীল' যারা লোকদের পথে-ঘাটে, রেলে-বাসে ও বাজারে-ফুটপাতে জড়িয়ে ধরে ও পাকড়াও করে ভিক্ষা করে। প্রাচ্যের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী রহ. তার *ইসলামের যাকাত বিধান* গ্রন্থে বলেন,

   লজ্জা ও দুঃখে কপাল ঘুচিয়ে যখন আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, বহু দেশ ও শহর-নগরের অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বহু সহস্র লোক সাধারণ আশ্রয় ও বসবাসস্থল থেকেও বঞ্চিত হয়ে আছে। তারা নিরূপায় হয়ে পথের পার্শ্বে কিংবা গাছতলায় কোন-না-কোন রকমের একটু আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। সর্বত্র মাটি ছড়িয়ে আছে, তার ওপরই শয্যা রচনা করেছে। বাতাসকেই তারা গাত্রাবরণ বানিয়েছে। এরা নিঃসন্দেহে 'পথের সন্তান'– 'ইবনুস-সাবীল'। কেননা পথই তাদের মা-বাপ। ..তাদের প্রথম পরিচিতির ভিত্তিতে তাদেরকে 'পথ-সন্তান' হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে তাদের উপযোগী 'বাসস্থান' বানিয়ে দেয়া একান্তই আবশ্যকীয় মনে হয়। তাদের দ্বিতীয় পরিচিতি (ফকীর-মিসকীন) হওয়ার ভিত্তিতে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা–তাদের জীবিকার নির্ভরযোগ্য সংস্থান করে দেয়াও আবশ্যক মনে হয়। তাতে করে তারা কোনরূপ অপচয়, বাহুল্য ব্যয় এবং কৃচ্ছতা ব্যতিরকেই মানবীয় প্রয়োজন তৃপ্তিদায়ক মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম হবে।[১৪]

৩. ড. ওয়াহবা বিন মুস্তাফা আল-জুহাইলী তার তাফসীরগ্রন্থ *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত-এ* যাকাতের খাত বর্ণিত সূরাতুত তাওবাহ'র ৬০নং আয়াতের পর্যালোচনায় 'ইবনুস সাবীল' খাত সম্পর্কে লিখেছেন,

   পথশিশুরা এই খাতগুলোর আওতার মধ্যে পড়ে অর্থাৎ দরিদ্র, অভাবী এবং পথযাত্রীরা তাদের জীবনে অনেক ট্রাজেডির সম্মুখীন হয়। যাকাত আইন প্রবর্তিত হয়েছে গরীবদের সমৃদ্ধকরণ এবং দুর্বলদের পুনরুদ্ধারের জন্য আর এটাই সামাজিক সংহতি নীতির অংশ বিশেষ। কারণ, ইসলাম পাস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্যকে অবজ্ঞা

13. Moulana Abdur Rahim, *Zakat* (Dhaka : Khjairun Prokashoni, 2010), 152
14. Allama Yousuf Al-Qarjabi, *Islamer Zakat Bidhan-2nd vol.,* Tr. Moulana Md. Abdur Rahim (Dhaka: Khairun Prokashoni, 1983) 174-175

   করে। তাই পবিত্র কুরআনে যাকাতের ব্যয়খাত নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর তার একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যের চিকিৎসা এবং দুর্বল ও অসহায়দের জন্যে সান্ত্বনা।[১৫]

৪. পথশিশুদের আর্থিক অধিকার রক্ষা ও সুনিশ্চিত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী বলেন,

   পবিত্র কুরআনে পথশিশুদের জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুরআন মজিদে জাকাত প্রদানের মৌলিক আটটি খাতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত খাতটি হলো 'পথশিশু'। ....আল কুরআনের ইবনুস সাবীল পরিভাষায় ইবন অর্থ সন্তান বা শিশু; সাবিল মানে রাস্তা বা পথ। আরবিতে 'ইবনুস সাবিল' ফারসি ও উর্দুতে 'ইবনে সাবিল' মানে পথের সন্তান বা পথশিশু। সমাজের যেসব শিশু গৃহহীন, ভবঘুরে, সুবিধাবঞ্চিত, আশ্রয়হীন পথের ধারে, রাস্তাঘাটে, রেলস্টেশনে বা রেললাইনের পাশে, বাসস্টেশনে বা রাস্তার পাশে, লঞ্চঘাটে বা ফেরিঘাটে অথবা পরিত্যক্ত কোনো জায়গায় নিরাপত্তাহীন ও অসহায়ভাবে রাত যাপন করে, তারা পথশিশু। এরা আমাদের সমাজেরই অংশ।[১৬]

৫. আরব সমাজকর্মী হাকী হামদি খালাফ আল-'আযযা'বী তার এক প্রবন্ধে পথশিশুর পরিচয়, পথশিশু হওয়ার কারণ, ইসলামে শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব, শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা ও কর্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শেষে পথশিশুর জন্য যাকাতের বৈধতা বিষয়ে উপসংহারে আসেন এভাবে ঃ

   من الممكن أن أننقرر الحل يكمن في إعطاء الزكاة لأطفال الشوارع

   অতএব আমাদের এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যাকাত প্রদানের মধ্যেই রয়েছে পথশিশু সমস্যার সমাধান। [১৭]

আল-কুরআনের সূরা আল-বালাদের ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী তাঁর '*তাফসীরে কুরতুবী*'তে يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াতীমকে দানের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব প্রসঙ্গে তাফসীরে বলেন, "এটি আপনাকে শিক্ষা দেয় যে আত্মীয়তার উপর দান করা অনাত্মীয়তার উপর দান করার চেয়ে যেমনি উত্তম তেমনি ইয়াতীমের গ্যারান্টার নেই এমন ইয়াতীমকে দান করার চেয়ে পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে থাকা ইয়াতীমকে দান করা উত্তম।"[১৮]

15. Dr. Wahba Bin Mustafa Al- Zohaili, *At-Tafsirul Wasith* (Damiska: Darul Fikr, 1422 H.) 876
16. Mufti Shaikh Md. Osman Gani, "Islamer Pathshisuder Odhikar o Samman" *Dainik Protham Alo*, April 12, 2019.
17. https://srp-center.iq/sci/archives/855, Access Date: 06 January 2026
18. Imam Qurtubi, *Tafsir-e- Qurtubi Vol-6* (Bairut: Ar-Resalah Publications, 2006), 303.

উপরোক্ত তাফসীরের আলোকে বলা যায়, ইয়াতীম–অসহায় পথশিশুদের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে দান করার চেয়ে তাদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উত্তম ও আবশ্যক। কারণ, এদের অভিভাবকত্ব তৈরী ও সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। তাই যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া সবচেয়ে কল্যাণজনক বিবেচিত হয়। ইমাম ইবনে কাসীর উক্ত সূরা বালাদের পরবর্তী আয়াত ১৬ নং আয়াত- أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

“অথবা এমন মিসকীনকে আহার্য দান করা যে ধূলায় লুণ্ঠিত, পথের উপর পড়ে আছে, বাড়ি-ঘর নেই, বিছানাপত্র নেই। ক্ষুধার জ্বালায় পেট মাটির সাথে লেগে আছে। যে নিজের গৃহ হতে দূরে রয়েছে। যে মুসাফির, ফকীর, মিসকীন, পরমুখাপেক্ষী, ঋণী, কপর্দকহীন, খবরাখবর নেয়ার মতো যার কেউ নেই। যার পরিবার-সদস্য অনেক অথচ সম্পদ কিছুই নেই। এসবই প্রায় একই অর্থবোধক।”[১৯]

আল-কুরআন ও আল হাদীস এবং অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে ফকীর-মিসকীন তথা দরিদ্র-বিপন্নের যে চিত্র পাওয়া যায় আমাদের দেশের পথশিশুর অবস্থাটা তদপেক্ষা আরো নিম্নমানের। এরা চরম অবমাননার মাঝে গ্লানিকরভাবে বেঁচে থাকা বনি আদম। এদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় পরিস্থিতি। যাকাত বিতরণের এ মৌলিক খাতের ন্যায্য হকদার হচ্ছে এসব পথশিশু। আমাদের প্রিয় নবীজী সা. ইয়াতীম ছিলেন। সুতরাং ইয়াতীম-অসহায় পথশিশুকে নিরাপত্তা দেওয়া ও সাহায্য করা নবীজীকে মুহব্বত ও সম্মান করার শামিল আর তা বাস্তবায়নের ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে যাকাত।

মহানবীর যুগে যাতায়াত ছিল বন্ধুর। গাধা, ঘোড়া আর উষ্ট্রই ছিল কাছের কিংবা দূরের দেশের বাহন। পথে পথে প্রয়োজন মতো হোটেল-রেস্তোঁরা ছিল না। ঝড়-তুফান, রোদ-বৃষ্টি আর রাত্রি বেলার ঘুটঘুটে অন্ধকারে আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব ছিল। মুসলমানদেরকে দীন প্রচার কিংবা হালাল রিযিকের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হতো। এ সময় পরিব্রাজক অর্থকষ্টে পড়লে দিশাহারা হয়ে যেতো। অসুস্থ হলে নির্মম পরিণতি ভোগ করতো। সেই পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৎকালিন সময়ের বাস্তবতায় আল কুর'আনে বর্ণিত ‘ইবনুস সাবীল’ শব্দের অর্থ মুসাফির করা হয়। কিন্তু আজকালকার পরিস্থিতি বদলে গেছে। সড়ক, পানি ও আকাশ পথ অত্যাধুনিক বাহন পেয়েছে। পথে পথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ এতই উন্নত হয়েছে যে পরিব্রাজক নিজ পরিবারের সাথে অর্থকড়ি লেনদেনসহ যে কোন সময় যে কোন বিষয় আলোচনা করতে পারছেন। এখন ইবনুস-সাবীল তথা মুসাফিরের তখনকার সেই বাস্তবতা নেই। অন্যদিকে এখনকার মানুষের ধনবৈষম্য ও অমানবিকতায় সৃষ্টি হয়েছে পথশিশু-ভাসমান মানুষ নামের দুর্দশাগ্রস্ত-অসহায় একটি শ্রেণী, যারা নানাবিধ নিগ্রহ-নিপীড়নের শিকার। সুতরাং

19. Kathir, Tafsir-e-Ibn Kathir, 170.

সময়ের ব্যবধানে ইবনুস সাবীলের অর্থ মুসাফিরের চেয়ে এই পথশিশুদের জন্যে ব্যবহার অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন আল কুরআনের ৮ জায়গায় পথিক/ভাসমানদের সাহায্যের প্রশ্নে ব্যাপক অর্থ বহনের জন্যে ইবনুস-সাবীল শব্দ ব্যবহার করেছেন নতুবা সবসময়ের জন্য পরিব্রাজক বুঝানো উদ্দেশ্য হলে তিনি আরবী শব্দ ‘মুসাফির’ ব্যবহার করতেন। আদি-অন্তের মালিক আল্লাহ পথশিশুদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং ইবনুন মানে পুত্র তথা শিশু আর সাবীলুন মানে পথ। অতএব ইবনুস সাবীল এর অনুবাদে বাংলায় ‘পথশিশু’ প্রত্যয়টি সবচেয়ে যথোপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইবনুস সাবীলসহ পুরোপুরি ৪টি খাতের অনুকূলে পথশিশুরা যাকাতের হকদার হতে পারে।

বাংলাদেশে যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

বাংলাদেশে যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এখনো সীমিত ও বিচ্ছিন্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে। সরকারি যাকাত বোর্ড[২০]সহ কিছু বেসরকারি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান যাকাতের অর্থে শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করলেও পথশিশুদের আশ্রয়, পুনর্বাসন ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণে সমন্বিত ও প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগের ঘাটতি স্পষ্ট। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট[২১], আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন[২২] ও মাস্তুল ফাউন্ডেশনের[২৩] মতো কিছু প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে শরী‘আহসম্মত ও আধুনিক ব্যবস্থাপনায় আশাব্যঞ্জক কাজ করছে, তবে তা জাতীয় পরিসরে পর্যাপ্ত নয়। আন্তর্জাতিক পরিসরে যাকাতের অর্থে পথশিশু পুনর্বাসনের সফল দৃষ্টান্ত থাকলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনো গবেষণালব্ধ রূপরেখা অনুসরণ করে নগরভিত্তিক শিশুসদন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। অথচ যাকাত ইসলামী শরী‘আতের একটি ফরয ও সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিধান, যার সবচেয়ে বড় হকদার ছিন্নমূল পথশিশুরা। সুতরাং যাকাতের বিপুল সম্ভাবনাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে ইসলামী নীতিমালা ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত, গবেষণাভিত্তিক পুনর্বাসন মডেল বাস্তবায়ন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসনের রূপরেখা

যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সর্বাগ্রে কতিপয় সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

20. https://islamicfoundation.gov.bd/pages/static-pages/6922dc8d933eb65569e10eff
21. Centre for Zakat Management, https://czm-bd.org/gulbagicha-pre- , Setember14, 2023
22. As-Sunnah Foundation, November 20, 2023, https://assunnahfoundation.org/
23. Mastul Foundation,Noveber 20 2023,https://www.mastul.net

নিয়্যতকে সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ করতে হবে। খালেছ নিয়্যত ও ইসলামী ভাবধারা না থাকলে কোন কাজের বাস্তব সুফল অর্জিত হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে,

إِنَّمَاالأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَ إِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى.

প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল; আর প্রত্যেকে যা নিয়্যত করে তাই পায়।[24]

উদ্যোক্তা ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রথম পুনর্বাসন কার্যক্রমকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। এ লোকবলের প্রথম কাজ হবে নিজেদের উদ্যোগে পথশিশুদের নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশু পুনর্বাসনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ভালভাবে বুঝে নেয়া। মানবিক ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে তাদেরকে এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। পথশিশুদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা থাকলেই এমন জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। এ উদ্যোগের শুরুতে পথশিশুদের নিয়ে একটি জরিপকার্য সম্পন্ন করতে হবে এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিয়ে যত সম্ভব নিজ পরিবার ও সম্প্রদায়ের কাছে তাদেরকে পুনঃএকত্রীকরণে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কাজের টার্গেট ও বাজেট অনুসারে পথশিশু সংগ্রহ ও নিবন্ধন কর্মসূচি চালানোর জন্য লোকবলকে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. জরিপ ও তথ্যসংগ্রহ

জনসংখ্যা নিয়ে যে কোন কাজের পূর্ব শর্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা। মাঠ জরিপের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ ও তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। কারণ সদস্যরাই হলো প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। পথশিশুরা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি/সদস্য হবে। সুতরাং এ সদস্যদের সুস্পষ্ট তালিকা প্রণয়ন ছাড়া কোন কার্যক্রমই গ্রহণ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কতিপয় উপায়/পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

রাজধানী ঢাকা শহরসহ দেশের প্রায় সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিস, শাখা অফিস কিংবা প্রতিনিধি অথবা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অফিস রয়েছে। সরকারের এই সকল অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার পথশিশুদের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। সারা দেশে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম কেন্দ্রের সহায়তাও নেয়া যেতে পারে। সারা দেশে বেসরকারি সেক্টরে শত শত সংগঠন/প্রতিষ্ঠান পথশিশুদের নিয়ে কাজ করছে। এসবের কোন কোনটি বিদেশী এনজিও কর্তৃক পরিচালিত আর কোন কোনটি দেশীয় অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে। বড় বড় শহর ও জেলা সদরে এসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের অফিস রয়েছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করেও পথশিশুদের তথ্যানুসন্ধান করা যাবে।

---

24. Abu Abdullah Mohammad Ibn Isma'il Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Translator Group, (Dhaka: Adhunik Prokasoni, 2011), 01.

পথশিশু/ছিন্নমূলদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও জার্নালে ফিচার/নিবন্ধ কিংবা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশনায় পথশিশুদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে। সেই তথ্যের সূত্র ধরেও পথশিশুদের বসবাসের স্থান সম্পর্কে জানা যাবে। অনেক সাংবাদিক পথশিশুদের নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন, প্রযোজক শর্টফিল্ম নির্মাণ করেছেন সেসব উপকরণ থেকেও তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে। বর্তমান সময় তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সবার হাতেই রয়েছে একটি এনড্রয়েট সেট। ফেসবুক/টুইটারে আইডি নেই এমন শিক্ষিত লোক পাওয়া দুষ্কর। এ যুগে যে কোন কিছু পেতে হলে ফেসবুক/ইউটিউব কিংবা গুগলে সার্চ দিলেই একটি সুন্দর উত্তর মিলে। তাই পথশিশুদের বিষয়ে সার্চ দিলে তাদের নিয়ে নানামুখী তথ্য চলে আসবে আর তা অধ্যয়ন করে পথশিশুদের একটি সুন্দর তথ্যসারণি নির্মাণ করা সহজতর হবে।

পথশিশুদের জরিপ প্রক্রিয়া একটি ফরম পূরণের মধ্য দিয়ে সূচনা হবে, যে ফরমে থাকবে পথশিশুর নাম, ছবি, বাবা-মা ও ভাইবোনের নাম (যদি জানা থাকে) বর্তমান ঠিকানা, পূর্বের ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, বয়স, পথশিশু হওয়ার কারণ, বাবা-মায়ের পরিচিতি, স্থানীয় কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নাম, স্বপ্ন, শখ, শারীরিক অবস্থা, রক্তের গ্রুপ, যোগাযোগের নম্বর (যদি থাকে) আগে কখনো কোন আশ্রয় কেন্দ্রে ছিল কিনা সে তথ্য, কিসে তার ভাল লাগা, কি কি তার দুঃখ-শোক প্রভৃতি। তথ্য সংগ্রহকারী অত্যন্ত আন্তরিক ও শুভাকাঙ্ক্ষীসুলভ পরিবেশে তার এসব তথ্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফরমে লিপিবদ্ধ করবেন। এভাবে তথ্য সংগ্রহের মধ্যদিয়ে প্রাথমিকভাবে পথশিশুদের জরিপকার্য সম্পন্ন করতে হবে।

সমাজ ও দেশ থেকে সত্যিকারার্থে দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাতে হলে এবং অসহায় পথশিশুদের দুর্গতি-দুর্ভোগ লাঘব করে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হলে অবশ্যই এ মর্মে সর্বপ্রথম বিশেষ 'পথশিশু সংগ্রহ অভিযান' পরিচালনা করতে হবে। যার ঘর-বাড়ি নেই, খাবার-বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা নেই তাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা মুসলমানদের রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বে অবহেলার জন্য সবাইকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমরের একটি ঘটনা প্রনিধানযোগ্য।

> একবার রাত্রিকালে নিজের গোলাম আসলামকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মদিনার উপকণ্ঠে একটি তাঁবুর কাছে কয়েকটি শিশুর ক্রন্দন শুনতে পেয়ে তাঁবুর কাছে গেলেন এবং তাদের এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে জনৈক স্ত্রীলোক তাদের অভাবের কথা জানিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ করলেন তখন ওমর (রা.) বললেন, খলিফা তোমাদের অভাবের খবর কীভাবে জানবেন! স্ত্রীলোকটি তখন বলল, 'এ কেমন কথা! তিনি আমাদের খলিফা অথচ আমাদের খবর জানেন না।' তা শুনে শিশুদের কান্নার কারণ এবং পাশেই আগুনের উপর রাখা হাঁড়িতে কী রান্না হচ্ছে জিজ্ঞাসা করাতে স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, 'বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদছে এবং তাদের সান্ত্বনার জন্য হাঁড়িতে পানি গরম করা হচ্ছে।' এ কথা শোনামাত্রই খলিফা

দ্রুতগতিতে মদিনায় ফিরে বায়তুলমাল থেকে কিছু আটা, চর্বি ইত্যাদি একটি বস্তায় ভরে নিজের কাঁধে বহন করে দ্রুত গতিতে তাঁবুর কাছে ছুটে এলেন। গোলাম আসলাম বস্তাটি বইতে চাইলে ওমর (রা.) বললেন, 'আখেরাতে আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে। অতএব বস্তাটা আমিই বহন করি।' তাঁবুর কাছে গিয়ে স্বহস্তে আগুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করে শিশুদের খাওয়ালেন। অবশিষ্ট খাদ্য স্ত্রীলোকটির হাতে তুলে দিলেন। শিশুরা খাওয়া সেরে খুশিতে খেলতে লাগল। স্ত্রীলোকটি এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'হজরত ওমরের পরিবর্তে তুমিই খলিফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত, আল্লাহর দরবারে আমাদের ও খলিফার বিচার হবে'। হজরত ওমর (রা.) সান্ত্বনা দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'তুমি যখন খলিফার দরবারে যাবে তখন আমাকে সেখানে পাবে।' এই বলে খানিক দূরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে গোলাম আসলামকে বললেন, 'আমি শিশুগুলোকে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে দেখেছি, এখন একটু হাসতে দেখার জন্য কিছুক্ষণ বসলাম'।[২৫]

জ্ঞাতব্য যে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা;এর সকল কার্যক্রমও পূর্ণতাময়। তাই কোন লোক পুনর্বাসন কেন্দ্রে কোন অসহায় শিশুকে এনে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য পথশিশুদের জরিপ ও সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া যেহেতু ইসলামে যাকাত সংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান রয়েছে সেহেতু যাকাত বিতরণের জন্যও উপযুক্ত ব্যক্তি ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরণের কর্মসূচি পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত।

২. যাচাই-বাছাইকরণ ও নিবন্ধন

যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্ব শর্ত তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই-বাছাই করা। পথশিশুর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যদি তা করা না হয় তাহলে ভুল ব্যক্তির কাছে যাকাতের অর্থ ও সাধনা বিনিয়োগ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে, যাতে সমগ্র প্রকল্প প্রশ্নবোধক হয়ে পড়বে। তাই এ মানবিক প্রকল্প সফল ও সার্থক করার জন্য প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না।"[২৬]

অসহায় শিশুদের একটি বিশেষ অংশ পথশিশু। এ পথশিশুদের মধ্যে বয়স ও অবস্থার বিচারে নানান ধরণের ছেলেমেয়েরা রয়েছে। আসলে 'পথশিশু' শব্দটাই অবস্থানমূলক পরিচিতি। পথে তাদের থাকা-খাওয়া ও বেড়ে ওঠা বিধায় এদেরকে পথশিশু অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। যথার্থ পুনর্বাসনের স্বার্থে পুনর্বাসন কেন্দ্র অবশ্যই তাদের ইতিবৃত্ত ও অবস্থা পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করতে হবে যাতে

---

25. Aftab Choudhury, "Allahbhiti, Uttam Shasok Howar Prodhan Sharto" *Dainik Inqilab*, January 13, 2019.
26. Al-Quran, 17: 36

অবস্থা ও প্রয়োজন মোতাবেক সেবা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

ক. প্রতিবন্ধী পথশিশু : পথশিশুদের মধ্যে অনেকে রয়েছে প্রতিবন্ধী। অনেকে অটিজমের শিকার। প্রতিবন্ধিত্ব কিংবা অটিজমের ধরণ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কে মানসিক, কে অন্ধ, কেউ মূক, কে শ্রবণ কিংবা স্থুল প্রতিবন্ধী তা নিরূপণ করতে হবে। চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের সময় যতটুকু সম্ভব ঐ শিশুর পারিবারিক ইতিহাস সম্মুখে রাখতে হবে। তার প্রতিবন্ধিত্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে। তার প্রতিবন্ধিত্বের ধরণ অনুসারে তাকে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করতে হবে। তাই কেন্দ্র দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে তার সামগ্রিক সক্ষমতা বুঝে প্রতিবন্ধী শিশুদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ. ইয়াতীম পথশিশু : পিতা-মাতা দু'জন হারিয়েছে কিংবা শুধু পিতা হারিয়েছে এমন শিশুরাই ইয়াতীম। পিতামাতা দুজনেই আছে কিন্তু তাদের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এমন অসহায় শিশুরাও ইয়াতীমের পর্যায়ভুক্ত। অনেক পিতা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে সন্তানদের দেখাশুনা করে না, তারাও চরম বিপর্যয়ের স্বীকার। যাচাই-বাছাইয়ের সময় অত্যন্ত যত্ন সহকারে এসব বিষয় চিহ্নিত করতে হবে। শিশুটি কি কারণে পথশিশু হয়েছে- সেটি একটি বড় প্রশ্ন। যাচাই-বাছাইয়ের সময় এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজে নিতে হবে। জরিপ ফর্মের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাইকরণের পর পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণপূর্বক আরেকটি ফাইনাল ফরম পূরণ করে (যাতে পথশিশু শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর/আঙ্গুলের ছাপ থাকবে) পথশিশুর চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।

গ. পথশিশুদের মধ্যে অবৈধ সন্তান : পথশিশুদের মধ্যে কে পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন শিশু, কে শুধু পিতৃ-পরিচয়হীন শিশু অথবা পরিত্যক্ত শিশু তা নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান যুগে অবৈধ উপায়ে গর্ভধারণ করা সন্তান জন্মদানের পর তা প্লাস্টিকের প্যাকেট মুড়িয়ে পথে-ঘাটে, ঝোপ-ঝাড়ে,আবর্জনার স্তুপ কিংবা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়ার ঘটনাও ঘটে। কুড়িয়ে পাওয়া এসব সন্তান প্রতিপালন করা পুনর্বাসন কেন্দ্রের দায়িত্বভুক্ত। এসব এজন্য যে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দুধমাতা ব্যবস্থাকরণ, ইয়াতীম-অসহায় শিশুর অপত্য- স্নেহের জন্য পালক পিতামাতা অথবা অভিভাবক নির্ধারণ এবং তাদের চাহিদা ও উপযোগিতার আলোকে যথাযথ পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। যে সব পথশিশুর পিতামাতা কিংবা কেবল পিতা নতুবা মাতা খোঁজ-খবরহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে তাদেরকে খোঁজে বের করে সন্তানের সাথে ভালোবাসার সংযোগ ঘটানোও সেন্টারের দায়িত্বাধীন বিষয়।

ঘ. দরিদ্র পথশিশু : আমাদের দেশে দরিদ্রতা একটি সাধারণ সমস্যা এবং এ সমস্যার পরিধি ও ব্যাপকতা বিস্তৃত। পিতা-মাতা কিংবা শুধু পিতার অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অক্ষমতার কারণে পরিবারে দারিদ্র্য নেমে আসে। ফলে শিশু খেতে না পেয়ে কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিতামাতার অবেহলোয় অনেক শিশু অসৎ বন্ধুদের

পাল্লায় পড়ে ঘরে ফেরে না। এসব দরিদ্র ও বখে যাওয়া শিশুদের সুপথে ফিরিয়ে আনা পুনর্বাসন কেন্দ্রের দায়িত্ব।

সুতরাং অবুঝ শিশুটি সত্যিকার অর্থে পথশিশু কিনা? সে কি কি কারণে পথশিশু হয়েছে এবং তার শারীরিক ও মানসিক সমস্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দাবী রাখে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তথ্য সংগ্রহে কারো অসততা থাকলে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। শিশুর সমস্যা ও চাহিদার নিরীখে তাকে পুনর্বাসনের নানান পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যও এ ধাপের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রের সক্ষমতা ও অগ্রাধিকার পর্যালোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশ থাকে। তাই সব দিক বিবেচনায় পথশিশু নিয়ে প্রাপ্ত সামগ্রিক তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

৩. অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান

যাকাতের অর্থে পথশিশুদের জন্য যে মৌলিক কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য বাসভবন ভাড়া নেয়া কিংবা নির্মাণ করা। যে স্থান ও পরিবেশে পথশিশু পাওয়া যাবে সে স্থান ও পরিবেশে অন্য দশজন শিশু যেভাবে তাদের পারিবারিক পরিবেশে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সুবিধা লাভ করে সেভাবে পথশিশুদের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলতে হবে। পথশিশুদের মৌলিক চাহিদা কি তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় পথশিশু সালমার প্রদত্ত বক্তব্যে The Daily Star এর প্রতিবেদনে ওঠে আসে। সালমা বলে-

> পথশিশুরা রাস্তায় জন্মায় না, তারা কোনো না কোনো পরিবারে জন্মায়,”–বলেন ঃ ১৩ বছর বয়সী সালমা নামের এক কিশোরী, যিনি একটি এনজিও দ্বারা পুনর্বাসিত হওয়ার আগে রাস্তায় থাকতেন। তিনি রাজধানীর কমলাপুরে এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি আরো বলেন, পথশিশুদেরও অবশ্যই পাঁচটি মৌলিক অধিকার-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন রয়েছে।[২৭]

পথশিশুদের অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থান সুবিধা নিশ্চিতকরণের প্রাক্কালে তাদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে ভাগ করে ফেলতে হবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক বাসস্থান ও পৃথক জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েদেরকে ছোটকাল থেকে পর্দার বিধানের আলোকে গড়ে তোলতে হবে। তাদের মধ্যে যারা দুগ্ধপোষ্য শিশু তাদের জন্য দুধমাতা কিংবা খালা নিযুক্তকরণ এবং যারা নাস্তা-রুটি কিংবা ভাত-তরকারি খেতে অভ্যস্ত তাদের জন্যে তদ্রূপ খাবার সরবরাহে উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের রুচি ও পুষ্টি বিবেচনা করে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা সাজাতে হবে। এসব বিষয়ে কোন অবস্থাতেই শিশুকে শারীরিক কিংবা মানসিক চাপে রাখা যাবে না।

---

27. Staff Reporter, “Street Children Demand Rehabilitation” *The Daily Star,* April 29, 2016.

শিশুদের উপযোগী বাসা ভাড়া কিংবা ভবন নির্মাণের মধ্যদিয়ে পথশিশুর আবাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সার্বক্ষণিক সরবরাহ এবং খোলামেলা আঙ্গিনা থাকা চাই, যাতে তাদের দেহমনের চাহিদা পূরণে বাধার সৃষ্টি না হয়। ভবনের সম্মুখস্থ উঠান কিংবা চারপাশে ফুলের বাগান থাকবে। ভবনের সিঁড়ি, ওয়াশরুম, বেলকনি ও ছাদ শিশুদের জন্য নিরাপদ হতে হবে। হোস্টেল সিস্টেমে শিশুরা এখানে ছোট ছোট কক্ষে ৩/৪জন এক সাথে থাকতে পারে। প্রত্যেক কক্ষে কিংবা ৩/৪টি কক্ষ মিলে একজন তত্ত্বাবধায়ক তাদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করবেন। তাদের পরিস্কার-পরিচ্ছনতা, অযু- গোসল, খাওয়া-দাওয়া সর্বোপরি তাদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন। তাদের উপযুক্ত জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শীতকালে শীতবস্ত্র, মশারি ও অন্যান্য স্টেশনারিজ কিনে দিতে হবে। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার ‘*ইসলামের যাকাত বিধান*’ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন,

> পঞ্চম খলীফা উমর ইবনুল আবদুল আযীযের সময়কার ব্যবস্থা সম্পর্কে আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম ইবনে শিহাব জুহরীকে যাকাত-সাদকা সংক্রান্ত রাসূলে কারীমের বা খুলাফায়ে রাশেদুনের যেসব সুন্নাত বা হাদীস মুখস্থ আছে তা তাঁর জন্যে লিখে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি একখানি দীর্ঘ লিপি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাতে প্রত্যেকটি অংশ আলাদা আলাদা বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। এই লিপিখানিতে ‘ইবনুস সাবীল’ পর্যায়ে এই কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে: ইবনুস সাবীল-এর অংশ প্রত্যেক রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের সংখ্যানুপাতে বিভক্ত করতে হবে, যে কোন নি:স্ব পথিক– যার কোন আশ্রয় নেই, আশ্রয় দেয়ার মত কোন পরিবারও নেই– তাকে খাওয়াতে হবে যতক্ষণ না সে তেমন একটা আশ্রয়স্থল পেয়ে যায় বা তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়।[২৮]

পথশিশুদের পরিচর্যা, লালন-পালন, তাদের জন্য রান্না-বান্না এবং তাদের মনোদৈহিক উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত মেন্টর/কেয়ারটেকার নিয়োগ দিতে হবে, যারা নিজ সন্তানের মতো এসব শিশুদের দেখাশোনা করবেন। পথশিশুদের মাঝে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বড়ই চ্যালেঞ্জিং হবে। কারণ, তারা একেকজন একেক পরিবেশ ও অঞ্চল থেকে ছিটকে পড়া শিশু। তাদের একেকজনের সমস্যাও একেক ধরণের হবে। তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সবার আগে তাদের সমস্যার সঠিক উপলব্ধি করতে হবে এবং সে অনুসারে তাদেরকে নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক পরিচালিত করতে হবে। বন্ধুসুলভ আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে দিতে হবে। হতাশার গ্লানি ঘুচিয়ে আশার সঞ্চার করতে হবে।

পথশিশুদের মধ্যে মৌলিক অধিকার প্রদানে ছেলেমেয়ে হিসেবে কোন তফাত করা যাবে না। সবাইকে বেঁচে থাকা ও জীবন গঠন করার সমান সুযোগ ও অধিকার দিতে হবে। মেয়েদের প্রতি অবহেলা করে ছেলেদেরকে অধিকতর গুরুত্বদান ইসলামে

---

28. Allama Yousuf Al-Qarjabi, *Islamer Zakat Bidhan,* Tr. Moulana Md. Abdur Rahim (Dhaka: Khairun Prokashoni, 1983), 185

নিষিদ্ধ। সকল সন্তানের প্রতি সমব্যবহার দায়িত্বশীলদের প্রধান কর্তব্য। শিশু হিসেবে ছেলে মেয়ে উভয়ে সমব্যবহারের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, اتقوا الله وإعدلوا فىأولادكم.

"আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের ভেতর সুবিচার করো।"[২৯]

সুতরাং পথশিশুদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, মায়া-মমতা কিংবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কোন অবকাশ নেই। তবে মেধা-বুদ্ধি ও ভদ্র আচরণের কারণে পুরস্কার এবং অভদ্র ও অসদাচরণের জন্য সংশোধনমূলক শাস্তির বিধান রাখতে কোন নিষেধ নেই।

৪. চিকিৎসা ও পরিচর্যা

পথশিশুদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। তারা পথে-প্রান্তরে সঠিকভাবে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, গোসল, জামা-কাপড় ও পায়খানা-প্রশ্রাবের সুযোগ না পাওয়ায় নানান অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত, অপুষ্টি ও উপসর্গে বিধ্বস্ত। নিবন্ধনের পর সবার আগে শিশুটিকে সঠিক পরিচর্যা ও উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, عُودُوا الْمَرِيضَ،وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ،وَفُكُّوا الْعَانِيَ.

"অসুস্থ লোকের সেবা করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং বন্দিকে মুক্ত করো।"[৩০]

অতএব পুনর্বাসন কেন্দ্রের পথশিশুদের জন্য শারীরিক ও মানিসক দু'ধরণের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন রয়েছে।

ক. শারীরিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা : অধিকাংশ পথশিশুদের শরীর জীর্ণশীর্ণ–বিধ্বস্ত থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধাহতও হতে পারে। খাওয়া-নাওয়ার ঠিক-ঠিকানা না থাকায় অনেকে দুর্বল ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। অনেক পথশিশু প্রতিবন্ধীও হতে পারে। তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধিত্ব দূরীকরণে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। নিবিড় পরিচর্যাও দিতে হবে তাদেরকে। দীর্ঘ দিন চিকিৎসা ও পরিচর্যার অভাবে তাদের শরীর ভঙ্গুর হওয়া স্বাভাবিক। এদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে তাদের জন্য থাকবে ফ্রি ডাক্তার-নার্স, ফার্মেসি ও ক্লিনিক ব্যবস্থা। যে কোন অসুখ-বিসুখে এরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করবে।

খ. মানসিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা : পথশিশুদের মধ্যে অনেকে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত, প্রতিবন্ধী, ভীষণ শোকাহত, আতঙ্কগ্রস্ত থাকবে পারে। এরা বিভিন্ন কারণে মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। অনেকে যুদ্ধ কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবাইকে হারিয়ে অসংলগ্ন– ছন্নছাড়া হয়ে যেতে পারে। অনেকে পিতা-মাতার মধ্যকার ঝগড়া-

[29]. Al-Bukhari, *Sahih Al Al-Bukhari* , 2587.
[30]. Al-Bukhari, *Sahih Al Al-Bukhari*, 5649

ঝাটি ও সহিংসতা দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ছে কিংবা সৎমায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে এমনও হতে পারে। এসব শিশুদেরকে কেন্দ্রের উদ্যোগে নিবিড়ভাবে কাউন্সিলিং করতে হবে। তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু বিকাশের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে ডাক্তারের পাশাপাশি মনোরোগ বিশেষজ্ঞও নিয়োজিত থাকবেন যাতে তাদেরকে নিয়মিত কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে চাঙ্গা ও পরিপুষ্ট রাখা যায়।

যাকাতের ইবনুস সাবীল খাতের অর্থে পথশিশুর জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণে কোন শরঈ' বাধা নেই। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান 'কুয়েত যাকাত হাউস'র ইয়াতীম দরিদ্র শিশুদের পরিচর্যায় হাসপাতাল নির্মাণের প্রজেক্ট রয়েছে।[৩১]

এছাড়া মালিকানা সূত্রে ফকীর-মিসকীন পথশিশুর জন্য সাধারণ শেয়ার বরাদ্দের ভিত্তিতেও হাসাপাতাল নির্মাণ করা যায়।

৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মানুষ মাত্রই একটি জাতির অংশ বিশেষ। সুতরাং প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করতে হবে। মানুষের পেট থেকে জন্মিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্যে প্রত্যেককে মানবিক শিক্ষা ও ধর্মীয় দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। পথশিশুরাও মানুষ। এরা পরিস্থিতির শিকার বলেই পথে-প্রান্তরে অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পথশিশুরা পারিবারিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। তারা ছিটকে পড়া বিপন্ন বনি আদম। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন তাদের। তাদেরকে নিয়ে নিম্নোক্ত ধাপে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

ক. উপানুষ্ঠানিক : শিশুর মৌলিক প্রয়োজনসমূহ যেভাবে পিতা-মাতার মাধ্যমে পূরণ হয় তেমনিভাবে তার শিক্ষাদীক্ষার বিষয়টিও এতে অন্তর্ভুক্ত। একজন শিশুর প্রথম পাঠশালা তার মায়ের কোল। পিতামাতা তাকে যে আচার-আচরণ শিক্ষা দেবে, যেভাবে তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে সে সেভাবেই গড়ে ওঠবে। যেহেতু পথশিশুদের পিতা-মাতার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই পুনর্বাসন কেন্দ্রের দায়িত্বশীলবৃন্দ তাদের শুন্যতা পূরণে উদ্যোগী হবেন। তাদেরকে পারিবারিক পরিবেশে গড়ে তোলবেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কেন্দ্রিক দৈনন্দিন রুটিন সাজিয়ে দেবেন। সালাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"[৩২]

[31]. Zakat House, November 22, 2023 www.zakathouse.org.kw/zakathouse .

পথশিশুরা পথে না নামলে নিজেদের বাসা/বাড়িতে মা-বাবা ও ভাইবোনের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি পেতো। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আজ তাদের জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। কে কোথায় কারো কোন খোঁজ-খবর নেই। সুতরাং পথশিশুদের পুনর্বাসনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করত একজন দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে তৈরি করা। তাদেরকে দীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বিষয়ে সঠিক শিক্ষা প্রদান করা যাতে তারা পরিণত বয়সে ইসলামী আদর্শে জীবন ধারণে আগ্রহী হয়। শিশুদেরকে ছোটকাল থেকেই নামায শিক্ষা দেয়া, নামাযের আরকান ও ওয়াজিবসহ তা পালন করাতে সচেষ্ট হওয়া জরুরি। ধীর-স্থিরভাবে তা পালন করার নির্দেশ দিতে হবে যাতে সে বড় হয়ে তা যথাযথভাবে পালন করতে অভ্যস্ত হয়। তাদেরকে অযু, গোসল ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি আল্লাহভীরুতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ধৈর্য ও সুন্দর চরিত্রের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং মিথ্যা, হিংসা, খিয়ানত, গীবত, চোগলখোরি ইত্যাদি থেকে বিরত রাখতে সচেতন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত মোতাবেক সালাম, পানাহার এবং প্রস্রাব-পায়খানার আদব ও অন্যান্য শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়া তাদেরকে বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষার জ্ঞান দিতে হবে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দিয়ে গড়ে তোলতে হবে।

খ. স্কুল/মাদরাসা শিক্ষা : মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হল শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরাতুল বাকারার **৩১** থেকে ৩৪ নং আয়াতে শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে মানুষ ও ফিরিশতার মধ্যে তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন করেছেন। শিক্ষার প্রথম পাঠ হবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তার রসূল নবী মুহাম্মদ সা. কে জানা, মানা ও অনুসরণের লক্ষ্যে। সুতরাং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতায় শিশুকে প্রত্যহ আল কুর'আন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও দারসের আওতায় আনতে হবে। এজন্য হাফিজ/ক্বারীর তত্ত্বাবধানে শিশুদের প্রতিদিন আল কুর'আন শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্যই আদর-যত্নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকে কুর'আনী শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলতে হবে যাতে তারা নিজ উদ্যোগে আল কুর'আন শিখে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলতে সক্ষম হয়। মহানবী সা. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"[৩৩]

দেশে পথশিশুদের নিয়ে নানান জায়গায় নানান রকমের পাঠশালা দেখা যায় সেগুলো অনেকাংশ অগোছালো ও লৌকিক। পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পথে-

[32]. Al-Quran: 20 : 132

[33]. Abu Abdullah Muhammad IbnYazidIbn Ma'jah, *Sunan Ibn Ma`jah* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2021), 224.

প্রান্তরে দু-চার শব্দ শেখালে তা পথশিশুদের কোন উপকার বয়ে আনবে না। বস্তুতপক্ষে পরিবারে পথশিশু যে শিক্ষা পেতো তা শেল্টার হোমে প্রদান করে তাকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। সুতরাং শিক্ষার গুরুত্বটা অনেক বেশি।

পথশিশুদেরকে ইসলামী আদব-কায়দা এবং সৌজন্যবোধ ও সামাজিকতা শিক্ষা দিতে হবে। চারিত্রিক সংশোধনের লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়ে মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম সাজাতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ'র আদর্শ তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এ পর্যায়ে নবযৌবনের অধিকারী একজন সাহাবীকে মহানবী সা. কিভাবে মোটিভেশনের মাধ্যমে সংশোধন করেন তা তুলে ধরা হলো,

"একজন কুরাইশ যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনি আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। এ কথা শুনে মজলিশে উপস্থিত সকলে তাঁকে তিরস্কার করেন। রাসূল সা. বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তিনি নিকটে গেলে রাসূল সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মায়ের জন্য তুমি এ কাজ শোভন মনে করবে? যুবক বললেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহর কসম, আমি কখনো শোভন মনে করবো না। রাসূল সা. বললেন, তোমার মত সকলে তাদের মায়ের ক্ষেত্রে এ কাজকে শোভন মনে করে না। এভাবে তিনি যুবকের মেয়ে, বোন, খালা, ফুফুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন আর যুবক শক্তভাবে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। আর রাসূল সা. বলতে থাকেন, এভাবে প্রত্যেক মানুষই এ কাজ শোভন মনে করে না, অবশেষে তিনি যুবকের বুকের উপর হাত রেখে দু'আ করেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

হে আল্লাহ তাঁর পাপ ক্ষমা করে দিন, তাঁর অন্তর পরিষ্কার করে দিন এবং তাঁর যৌনাঙ্গ পবিত্র রাখুন।[৩৪]

তার ফলাফল এই যে এরপর সে যুবক আর কখনো কোন অপরিচিত নারীর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

গ. কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন শেষে শিশুর মেধা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে তাকে মাধ্যমিক স্কুল/ মাধ্যমিক মাদরাসা কিংবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। এসব ছিন্নমূল শিশুর জন্যে কর্মমুখি শিক্ষাই নেহায়ত প্রয়োজন। তাই যারা সহজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় তাদেরকে প্রাথমিক স্তর কিংবা অষ্টম শ্রেণী পাশ শেষে কারিগরি কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেয়া যায়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশের প্রতিটি শহর-উপশহর ও গ্রামে-গঞ্জে শতাধিক শর্ট/লং কোর্স পরিচালনার জন্য হাজার হাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। শেল্টার হোমের তত্ত্বাবধানে এসব ইনস্টিটিউটে যে শিক্ষার্থী যে ট্রেডে পড়ার উপযোগী তাকে সেখানে সে সব কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা করা যায়। যাদের বিদেশে গিয়ে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য রয়েছে তাদের জন্য এসব কোর্সগুলো খুবই

[34]. Mohammad Ibn Solaiman, *Jam`ul* Fawayed, Vol-2 (Mishor: ND) 43

কাজ দেবে। এসব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ইসলামিক স্কলারগণ ইতিবাচক বক্তব্য দিয়েছেন। কেবল ইবনুস সাবীল হিসেবে নয় তারা ফকীর-মিসকীন হিসেবেও যাকাতের অর্থে প্রতিপালন ও শিক্ষার্জনের সুবিধা লাভ করবে।

ঘ. উচ্চশিক্ষা : পথশিশুদের মধ্যে যারা প্রতিভাবান এবং উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী তাদের মাসিক স্কলারশিপ দিয়ে মাদরাসা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ করে দেয়া যাবে। সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত শেল্টার হোমে **১৮** বছর পার হলে তাকে আর পথশিশুর তালিকায় রাখা হয় না। নিজের জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু যাকাতের অর্থে পরিচালিত এ পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলো তাকে কোন অবস্থাতেই কুল-কিনারাহীনভাবে ছেড়ে দেবে না। উচ্চশিক্ষা, বিয়ে-শাদী, চাকুরি-বাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার প্রতি সহযোগিতার হাত সমম্প্রসারণ করে দেবে। মালয়েশিয়া সরকার তাদের যাকাত ব্যবস্থাপনায় সে নীতি অনুসরণ করে চলেছে।[৩৫]

আমাদের দেশে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনসহ আরো বহু প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবী ও দরিদ্র ছেলেমেয়েদেরকে যাকাত ফান্ড থেকে বৃত্তি দিয়ে থাকে। সুতরাং এভাবে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী পথশিশুদের পরিপূর্ণ দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজন মতো স্কলারশিপ দেয়া যায়।

৬. সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি ও রিফ্রেশমেন্ট

যে সকল বিষয় শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি বিকাশের সহায়ক এবং যেগুলো শিক্ষার্থীর সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, পাঠক্রমের সহযোগী সেইসব বিষয় বা কার্যাবলিকে বলা হয় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি। পথশিশুদের মানসিক রিফ্রেশমেন্টের জন্য শিক্ষা-বান্ধব নানান সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তাদের সুষ্ঠুভাবে মনোদৈহিক বিকাশ ঘটে।এতে নানান খেলাধুলা, ভ্রমণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা প্রভৃতি থাকতে পারে

ক. খেলাধুলা : নিয়মিত শরীরচর্চা এবং মাঝে মাঝে খেলাধুলার সুযোগ প্রদান করা হলে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে ওঠবে। বৃক্ষ রোপণ, ফল-ফুলের বাগান পরিচর্যা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রের ঠুকঠাক কাজও শিশুদেরকে দিয়ে করানো যায়। এছাড়া তাদেরকে মাঝে মাঝে আরো বৈষয়িক কাজ-কারবারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদেরকে সাঁতার কাটা শেখানো এবং শরীরচর্চামূলক নানাবিধ প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. এর বিখ্যাত উপদেশ প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, - والرميَ السباحةَ علِّموا أبناءَكمُ

[35]. Khairul Azhar Meerangani, 'The Efectiveness of Zakat in Developing Muslims in Malaysia," *INSANIYAT*, *Journal of Islam and Humanities,* 3/2, (2019) 135-136.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার কাটা ও তীরন্দাযি শিখাও।"[৩৬]

খ. ভ্রমণ : শিশুদেরকে নিয়ে মাঝে মাঝে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দর্শনীয় স্থান ও ঐতিহাসিক স্পট ভ্রমণ এবং বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাসা-বাড়িতে বেড়ানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বিশেষত দুই ঈদের সময় তাদেরকে পরিবার-পরিজন কিংবা বন্ধুদের বাসা-বাড়িতে বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বন্ধের দিন তাদেরকে বিভিন্ন সভা-মজলিশ ও মাহফিলে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটবে।

গ. সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা : শেল্টার হোমের উদ্যোগে জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে পালন করা হবে। এতে শিশুদের নানান দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে তাদের সুকুমার বৃত্তি প্রস্ফুটনের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কুর'আন তিলাওয়াত, হামদ, না'ত, ইসলামী সংগীত, ছড়া-কবিতা এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। জটাবদ্ধতা ও একগেঁয়েমি কাটিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্রের শিক্ষকগণ প্রতি সপ্তাহে শিশুদেরকে হাস্য-রস, কৌতুক, ধাঁ-ধাঁ, চুটকি, গান-সংগীত, গল্প-কাহিনী বলা, আঁকিবুকি প্রভৃতি বিষয়ে মাতিয়ে রাখবেন যাতে তারা অন্য দশজন শিশুর মতো তাদের মনের খোরাক যোগাতে পারে– তাদের মাঝে যেন কোন অভাববোধ পয়দা না হয়। মনে রাখতে হবে, এসব শিশু বিভিন্নভাবে শূন্যতায় ভোগছে। তাই সে দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে তাদেরকে আনন্দ-বিনোদন দিতে হবে।

৭. কর্মসংস্থান

শিক্ষাদীক্ষায় সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে পথশিশুর কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। আত্মনির্ভরশীল হয়ে পথশিশু যেন খেয়ে পরে বাঁচতে পারে এবং পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষমতা লাভ করতে পারে সে জন্যে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে যাকাতের অর্থে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য নানান পদক্ষেপ হাতে নেয়া যায়। কারণ, নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। তাদেরকে যে তালীম-তরবিয়ত ও কারিগরি কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে তা একজন সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজে বসবাসের লক্ষ্যেই। ইসলাম সবসময় পরমুখাপেক্ষিতাকে নিরুৎসাহিত এবং স্বাবলম্বীতাকে উৎসাহিত করে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৩৭]

[36]. Al-Baihaki, *Shuabul Iman, 8297.*
[37]. Al-Qur`an: 62 : 10

মহানবী সা. বলেন,

> " ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ، وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"
>
> কারো জন্য নিজের হাতের (কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে) উপার্জনের আহারের চেয়ে আর কোন উত্তম আহার নেই। (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কখনো উত্তম খাদ্য খায়নি হাতের উপার্জনের খাদ্যের চেয়ে)। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজের হাতের উপার্জনে আহার করতেন।[৩৮]

অতএব পথশিশুরা যখন বয়স, শিক্ষা-দীক্ষা ও মেধা-যোগ্যতায় পরিপক্ক হয়ে উঠবে তখন তাদেরকে নিজ নিজ আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে নানান কর্মে পুনর্বাসিত করতে হবে যাতে তারা জীবনের পরবর্তী পর্যায়গুলো স্ব উদ্যোগে আনজাম দিতে পারে। নিম্নে তাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্রের কয়েকটি ধারণা পেশ করা হলো।

(ক) সরকারি-বেসরকারি চাকুরি : পথশিশুরা মানুষ। তারা আমাদের ভবিষ্যত জনশক্তি। তাদের হাতেই নির্মিত হবে আগামীর বাংলাদেশ। তারা সারাজীবন শিশু থাকবে না, একদিন বড় হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে তারা বড় হলে তাদেরকে প্রথমত সরকারি অন্যথা বেসরকারি পর্যায়ে ছোট হোক কিংবা বড় হোক একটি চাকুরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ ধরণের চাকুরিতে তার কর্মসংস্থান করা সম্ভব হলে সারাজীবনের জন্য তার একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠবে, তাকে নিয়ে আর মাথাব্যথা করতে হবে না।

(খ) কর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিতকরণ : যাকাতের সম্পদ জমিয়ে রাখা সমীচীন নয়। এ সম্পদকে কোন খাতে বিনিয়োগ করে একটি অর্থনৈতিক আবর্তন তৈরি করা উচিত। এক্ষেত্রে নানান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রকল্প হাতে নেয়া যায়। বিভিন্ন খামার, মৎস্য প্রকল্প, বাগান, পরিবহন প্রভৃতি প্রকল্পে আগ্রহের ভিত্তিতে যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচারে পথশিশুর পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের এখানে কর্মসংস্থান করা যায়। কুয়েত সরকার যাকাতের অর্থে কর্মসংস্থান প্রকল্প পরিচালনা করছে।[৩৯]

(গ) জনশক্তি হিসেবে বিদেশে প্রেরণ : মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর নানান দেশে বাংলাদেশী দক্ষ-অদক্ষ জনশক্তির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স বিশেষত কম্পিউটার পরিচালনা তদুপরি আরবী/ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলে বিদেশে জনশক্তি হিসেবে রপ্তানি করলে এইসব ছেলেমেয়েরা নিজেদের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনা করতে সক্ষম হবে। তারা রেমিটেন্স আহরণ করলে তাদের নিজেদের যেমনি স্বচ্ছলতা আসবে তেমনি দেশও বৈদেশিক অর্থোপার্জনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।

---

38. Al-Bukhari, *Sahih Al Al-Bukhari*, 2027.
39. https://www.zakathouse.org.kw/indexe.aspx.

(ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি : যেসব ছেলেমেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল বুঝে এবং সৃষ্টিশীল ধারণা পোষণ করে তাদেরকে কারযে হাসানা কিংবা মুদারাবাহ পদ্ধতিতে অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা যায়। বিভিন্ন চাষাবাদ ও পণ্য বেচাকেনায় নিয়োজিত করে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলতে হবে। পল্ট্রি, ডেইরি, কুটির শিল্প, বেকারি, ফুডস আইটেম, পরিবহন, সেলাই মেশিন চালানো, বনায়ন, পুকুরে মাছ চাষ, বাগান করা, দোকান চালানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেয়া যাবে। এভাবে যোগ্য অথচ পুঁজিহীন পথশিশুদেরকে যাকাত ফাণ্ডের অর্থ যোগান দিয়েও স্বাবলম্বী করা যায়।

৮. সমবায় সমিতি গঠন

যে সব পথশিশু উপরোক্ত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হবে, নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে সক্ষম হবে তাদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য, সদ্ভাব ও সহযোগিতা সৃষ্টি এবং নিজেদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি পুনর্বাসন কেন্দ্রের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যায়। পারস্পরিকভাবে সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া, আর্থিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণ, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুতকরণে এ সমিতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রাক্তন পথশিশুরা এ সমিতির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে আজীবন একই পরিবারের সন্তান হিসেবে নিজেদের ঐক্য-সংহতি বজায় রাখবে। এক্ষেত্রে মহানবীর তরুণ বয়সে গঠন করা 'হিলফুল ফুজুল'কে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "প্রত্যেক মু'মিন ভাই ভাই।"[৪০]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم ، وتَرَاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى
>
> পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।[৪১]

অতএব উপরোক্ত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নে এ ধরণের সমবায় সমিতি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করতে সহায়ক হবে। পথশিশু পুনর্বাসনের আলোচ্য মডেল বাস্তবায়নে স্থান ও পরিবেশের আলোকে বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়ে এ সমিতি তাদের সকল দুর্দশা লাঘবে ব্যাপক ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। বৃহত্তর প্রয়োজনে সমাজ ও দেশের দুর্যোগ মুকাবিলা

---

40. Al-Quran : 49:10
41. Imam Muslim, *Sahih Muslim Sharif,* Translators (Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2011) 1999.

কিংবা বহুমুখী কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জনে এ সংগঠন আর্থ-সামাজিক শক্তি হিসেবেও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করতে পারে।

পুনর্বাসন রূপরেখা বাস্তবায়নে সুপারিশ

পথশিশুদের পুনর্বাসনের পূর্বশর্ত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ। চরিত্রগত কারণেই পথশিশুদের সংখ্যা নির্ণয় জটিল-দুরূহ তদুপরি সরকারি-বেসরকারিভাবেও এক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামগঞ্জের চেয়ে শহর এলাকায় পথশিশুদের বসবাস বেশি। যে শহরে যে মাত্রায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সে শহরে পথশিশুদের সংখ্যা ও দুর্বিষহ পরিস্থিতি তত মাত্রায় বেড়েছে। এটি অবশ্য আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের চিত্র।

আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসন রূপরেখা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়:

(ক) যাকাত বাধ্যতামূলক বাৎসরিক দান। এ দানের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। যথাযথ গুরুত্বের আলোকে যাকাত বিতরণের পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে হবে। অনেক আলিমের মতে, যাকাতের নির্ধারিত ৮টি খাতের মধ্যে যুগপৎভাবে ৪টি খাত যথা: ফকীর, মিসকীন, গা-রেমীন,[৪২] ইবনুস সাবীল 'র অনুকূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পথশিশুরা যাকাতের হকদার, যা অন্য কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এসব ছিন্নমূল পথশিশুদের অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখে যাকাত ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে হবে।

(খ) যাকাত ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরী। নগদ ১০/২০ টাকা প্রদান, শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ, এক বা দুইবেলা খাবার খাওয়ানো কিংবা ইয়াতীমদের মাঝে নতুন জামা বিতরণের মতো হাতে তোলা যাকাত বিতরণ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দরিদ্র, অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপস্থাপিত রূপরেখার আলোকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিলেই যাকাতের প্রকৃত সুফল ঘরে ওঠবে, অন্যথা নয়।

(গ) সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর চলমান মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে রাজধানী ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে যাকাতের অর্থে ৮টি পথশিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যাকাত বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ধনাঢ্য যাকাতদাতাগণকে সম্পৃক্ত করা গেলে কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জন সাপেক্ষে

42. পথশিশুদের জন্য 'গা-রেমীন' খাতের ব্যাখ্যা হচ্ছে অবস্থাভেদে পথশিশুকে পরিবারে পুন:একত্রীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে তার পিতামাতার যদি ঋণ থাকে তাহলে তা যাকাতের অর্থ থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে পরোক্ষভাবে পথশিশুরা লাভবান হবে।

জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা (MDG) এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) 'র অগ্রগতি সাধিত হবে।

(ঘ) বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামী ব্যক্তিবর্গ নিজ এলাকার যাকাতদাতাদের উদ্বুদ্ধ করে সুষ্ঠ নীতিমালার ভিত্তিতে পথশিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র বা Shelter Home প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারেন। যে সব এনজিও পথশিশুদের নিয়ে কাজ করছে তারাও উপস্থাপিত মডেল অনুসরণ করে যাকাত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে Shelter Home পরিচালনা করতে পারেন।

বেসরকারি পর্যায়ে যে সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কেবল কিছু অস্থায়ী পাঠশালা ও খাবার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের এ কাজগুলো পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলতে পারেনি । তারা পথশিশু সমস্যার মূল কারণ ও এর প্রতিকারে করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে পথশিশু সমস্যা চিরদিন অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। প্রকৃত পুনর্বাসন ছাড়া পথশিশু সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়। তাই এনজিওগুলোকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসতে হবে।

দেশে যে সব প্রতিষ্ঠান যাকাত সংগ্রহ করে তারা পথশিশুদের নিয়ে একক কোন পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করেনি তবে তাদের কর্মসূচিতে পথশিশুরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কারো কারো কার্যক্রম স্বচ্ছ, সুন্দর ও গঠনমূলক কিন্তু তাদের মাঝে সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন ও দিক-নির্দেশনার পরিপালন নেই। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ইসলামী গুণাবলী সম্পন্ন দায়িত্বশীলের গুরুত্ব নেই তদুপরি তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়া যায় না। যথাযথ পরিকল্পনার ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানগুলো পথশিশুদের পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করলে মাইলফলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

(ঙ) পথশিশুদের পুনর্বাসনে যারা কার্যক্রম পরিচালনা করবে তাদেরকে অবশ্যই মানবিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে। দরদি লোক না হলে নিষ্ঠার সাথে কেউ লেগে থাকবে না। পরকালীন পুরস্কারের প্রত্যাশা যার আছে সেই মানবসেবাকে ব্রত হিসেবে নিতে পারে। তাই পথশিশু পুনর্বাসনের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া চাই একদল মানবতাবাদী জনবলকে সুন্দরভাবে প্রশিক্ষিত করা।

(চ) যাকাত নামায-রোযার মতোই ফরয বিধান। তাই যাকাতের সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি জানা, মানা ও প্রচার করা সবারই ঈমানী দায়িত্ব। বিশেষত ইসলামী দায়িত্বশীলবর্গ আলিম-ওলামা, ইমাম-খতীব, ওয়ায়েজ-মুবাল্লিগ তাদের আলোচনা ও বক্তব্যে পথশিশুদের বিপন্ন জীবনচিত্র তুলে ধরে যাকাতের প্রকৃত হকদার হিসেবে তাদেরকে উপস্থাপন করলে সবারই মাঝে

সচেতনতা সৃষ্টি হবে। দেশের ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় যাকাত ফান্ডের অর্থায়নে পথশিশুর পুনর্বাসন রূপরেখা বিভিন্নভাবে বার বার উপস্থাপন করা গেলে মানবসম্পদ উন্নয়নে উত্তরোত্তর সাফল্য বয়ে আসবে এবং সার্বিক সচেতনতার মধ্যদিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

প্রস্তাবনা

ক. পথশিশুদের জন্য একটি জাতীয় ডিজিটাল ডাটাবেইস প্রণয়ন এবং যাকাতের অর্থ ব্যবহারে মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (M&E) সেল গঠন।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং বয়সভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. শিশু আইন, সমাজকল্যাণ নীতি ও যাকাত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং পুনর্বাসিত শিশুদের জন্য আইনগত সুরক্ষা ও নিয়মিত ফলো-আপ নিশ্চিত করা।

ঘ. পুনর্বাসন-পরবর্তী অনুসরণ (Aftercare) ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণ বা স্বনির্ভরতা পর্যবেক্ষণ এবং পুনরায় রাস্তায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার

পথশিশুরা আমাদের আগামীর প্রজন্ম। তাদের অবহেলা করলে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে অবহেলা করা হবে। তারা যেভাবে বড় হবে আমাদের দেশটা সেভাবে গড়ে ওঠবে। এসব শিশুদের মনের কষ্ট বুঝতে হবে। তাদের স্বপ্ন দেখার সুযোগ দিতে হবে। উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, এরাই ভবিষ্যতের উন্নয়ন– সুযোগ্য জনশক্তি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পথশিশুদের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে; দরদ ও ভালোবাসার সাথে তাদের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ এদেরকে পুরর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে। ইসলাম আর্থিক ইবাদত যাকাত ফরয করে দিয়েছে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্যে। সুতরাং যাকাতের অর্থে পথশিশুদের প্রতিপালনে যুগোপযোগী আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রতী হতে হবে।

পথশিশুদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব বিমোচনের জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ পুনর্বাসন। কারণ, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তাদের জীবনের সাথে যুক্ত হওয়ার বড় কারণ এরা অভিভাবকহীন। সুতরাং অভিভাবকের ছায়া নিয়ে বাঁচার জন্য পুনর্বাসনের বিকল্প নেই। যাকাতের বিধান ফরয হওয়ার নেপথ্য কারণ যেহেতু দারিদ্র্য বিমোচন সেহেতু যে কোন বিবেচনায় পথশিশুর জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে তাদের পুনর্বাসন করা শুধু শরী'আতসম্মত কর্ম নয় বরং ঈমানী ও নাগরিক দায়িত্বও বটে। এ

দায়িত্ব পালনে উপরোক্ত পুনর্বাসন মডেল অনুসরণ করলে যথাযথ সুফল মিলবে বলে অত্র গবেষকের সুদৃঢ় প্রত্যাশা রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের ও যুগে যত্রতত্র পথশিশুদের পদচারণায় সকলে বিব্রত হয় নিত্য নৈমিত্তিক। তাই এসব শিশুদেরকে সমাজের শাশ্বতধারায় ফিরিয়ে আনতে উপস্থাপিত রূপরেখার ভিত্তিতে পুনর্বাসন করা সম্ভব হলে দেশে দারিদ্র্য ক্রমশ হ্রাস পাবে। ফলে একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক সমাজ গড়ে উঠবে। সুতরাং জনসংখ্যার সর্বহারা শহুরে এ অংশকে পুনর্বসানে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা সময়ের অনিবার্য দাবি সাব্যস্ত হয়।

Bibliography

Al-Qur ͗ān al-Karīm

Al-Quran al Karim (Bengali Trunslation), Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2007.

Al- Zohaili Dr. Wahba Bin Mustafa, *At-Tafsirul Wasith* , Dameshka: Darul Fikr, 1422 H.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammad Ibn Isma`il, *Shahih Al- Bokhari,* Dhaka: Adhunik Prokashani,2012.

Al-Muslim, Imam Abul Hosain, *Shahih Al- Muslim,* Dhaka: Bangladesh Islamic Center,2010.

At-Tirmidhi,Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Jame At-Tirmidhi*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2001.

Chowdhury, Aftab, "Allahbhiti Uttam Shasok Hower Prodhan Sharto" *Dainik Inqialab*, January 13,2019.

Correspondent, Staff. "Street children demand rehabilitation," *The Daily Star,* April 29, 2016.

Farhad Kazi, 'Role of Zakat to Alleviate Poverty and Self Sustainability : A Case Study of Bangladesh', IJDR July 2022, https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/24817.pdf

https://at-tahreek.com/article_details/11836

Ibn Kasir Hafez Imamuddin, *Tafsire Ibn Kasir Vol-8th ,9th 10th & 11th* , Translation: Dr. Mozibur Rahman, Dhaka: Tafsir Publication Committee, 2024.

Ibn Ma'jah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Ma`jah*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2001.

Imam Abu Dawood, Sulayman Ibnul Ashyas As-Sijistani (RA), *Sahih Abu Dawood Sharif,* Dhaka: Meena Book House,2008.

Khair, Jakerullah Abul, 'Adarshow Muslim Poribar', *www.islamhouse.com*, August 22, 2024.

Khaled, Md. Saifuddin, "Odhikarboncit Pathshishu o Amder Dai" *Dainik Purbakone,* December 8,2019.

Madani, Abdul Hamid, *Shishu Protipalon o Shisu Sambondio Sonkipto Masayel,* Dhaka: Tawhid Publication, ND.

Mahmud, Azhar, Pathshisura ar katodin Pathe Thakbe? *Dainik Inqilab*, Nobemver 30,2019.

Mamun, Md.Al, 'Satik Poricharjai Pathshisurao Hobe Desher Sampod*"* *Samoier Alo*, January 6, 2022.

Mastul Foundation, Noveber 20 2023, https://www.mastul.net

Meerangani, Khairul Azhar*,* The Effectiveness of Zakat in Developing Muslims in Malaysia, INSANIYAT, *Journal of Islam and Humanities,* 3/2 (*2019)*135-136.

Miah, Dr. Mohammad Ayub, *Daridro Bemochon o Manabkoillane CJDM er Bebosthapona Koushal,* Dhaka, Centre for Jakat Management, 2016.

Mohammad, Jabed, *Islami Arthya Byabosthay Jakat,* Dhaka, Bangladesh Islamic Centre, 2008.

Muslim Aid, November 25, 2023, http://muslimaid.org.bd/education

Orphans in Need, November 28 , 2022www.orphansinneed.org.uk/zakat/

Qaradawi,Dr.Yusuf, *Islamer Jakat Bidhan*, Translated by Moulana Abdur Rahim, Dhaka, Khairun Prokashoni,1982.

Qaradawi,Dr.Yusuf, *Orthonoitihk Somossa Somadhane Jakater Bhumika*, Translated by Prof. Dr. Mahfuzur Rahman,Dhaka,Prossod Prokashon,2020.

Quality Cando, November 25, 2023https://qualitycando.com/hsc-socialwork2-view-final.php?id=82

Qurtubi, Imam. 'Tafseer Qurtubi', January 10, 2023 https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya15.html#qortobi

Qurtubi, Kazi Abul Walid Mohammad Ibn Ahmad, *Tafsir-a-Qurtubi 18th Vol*, Bairut: Ar-Resalah Publication, 2006.

Rabbani & Kasemi, Dr. Mohammad Ruhul Amin & Mufti Muhiuddin, *Adhunik Prekkhapote Jakater Bidhan,* Dhaka, Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre,2018.

Rafique, Prof. Dr. Abu Bakr,*Jakater Ahkam,* Chittagong, Centre for Research & Policy Studies,2014

Rahaman Md Muhibur . 'Institutional Zakat Management in Bangladesh : Collection and Distribution Practices', AZKA, Septeber 4, 2024, https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/192

Rahim, Moulana Mohammad Abdur, *Zakat,* Dhaka, Khairun Prokashoni, 2010.

Rahman & Uddin, Khandaker Hafizur & AKM Jamal, "Dhaka Shahorer Cinnomul Shishuder Arth-Samajik Obosth : Akti samajtatattik Samikka", *Samajbiggan Potrika,Dhaka University,* 12/1(2021) 150.

Rashid Redha Sayed Mohammad, *Tafsir-e-Al-Manar- Vol-5,* Kairo: Al-Hayatul Misria Al-Ammah, 1990

RawfMd. Abdur, 'Pathsishoder Proti Samajik Dayetto', *Mashik At-Tahrik*, January, 2024

Scientific Research, September, 2, 2023, www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75283

Zakat Foundation of America, November 27, 2022www.zakat.org/our-work/orphan-care .

Zakat House, November 22, 2023 www.zakathouse.org.kw/zakathouse_Detail.aspx?id=667&codeid